যুব উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ নির্দেশিকা

১.০ ভূমিকা:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সূচনালগ্ন হতেই দেশের অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে সংগঠিত করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীর পরিমাণ প্রায় ৪.৮০ লক্ষ। বিশাল এই যুব জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আমাদের দেশ বর্তমানে জনমিতির সুবিধা (demographic dividends) ভোগ করছে যা ২০৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জনসংখ্যা বিশারদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ ঘোষিত হয়েছে। তারই আলোকে প্রণীত হয়েছে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) উন্নয়ন পরিকল্পনা । অন্যদিকে (এসডিজি) বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০) ঘোষিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সকল কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ অর্জনে প্রত্যক্ষ অবদান রেখে চলেছে। দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯২৫১৫০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা এবং ৫৯৬০০০ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, আট এবং ষোল নম্বর লক্ষ্যমাত্রা (অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা অর্জন, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি এবং শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমুলক সমাজ তৈরি) অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য লক্ষ অর্জনে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর হতে দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্য হতে প্রায় অর্ধেক যুব আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষমহয়েছে। অধিদপ্তরের বিদ্যমান ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের নতুন নতুন আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাথমিক পুঁজি (startup capital) সরবরাহ করা হচ্ছে। কর্মপ্রত্যাশী যুবদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এ পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি সফল আত্মকর্মীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তার প্রকল্পে/ব্যবসায় একাধিক যুবক/যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পণ্য/সেবার উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সীমিত পরিসরে 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

২.০ লক্ষ্য:

আলোচ্য উদ্যোগটি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১, ২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ অর্জনকে অধিকতর সমর্থন যোগানোর একটি বিশেষ উদ্যোগ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সকল যুবক ও যুবনারী ইতোমধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের মধ্য হতে অধিক সম্ভাবনাময়ীদের বাছাই করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে সীমিত সংখ্যক যুবদের ঋণ সুবিধা প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করা গেলে অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে দেশের বিভাগীয় জেলাসমূহে রাজস্ব কার্যক্রমের আওতায় এ কার্যক্রম সীমিত আকারে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে। এর সফলতার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.০ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

৩.১ প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের নিয়ামক :

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী 'দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ' প্রাপ্ত যুবক/যুবনারী;

খ. ঋণ গ্রহণ নির্বিশেষে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সৃজনে দৃশ্যমান সফলতা লাভ করেছেন (প্রশিক্ষণ বিষয়ের পাশাপাশি সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রকল্পকেও বিবেচনায় নেয়া যাবে)।

গ. সৃজিত আত্মকর্ম প্রকল্পটির বয়স ন্যূনপক্ষে ৪ বছর অতিক্রান্ত এবং পরিদর্শনকালীন প্রকল্পটি পূর্ণমাত্রায়উৎপাদনে থাকবে এবং লাভজনকভাবে পরিচালিত(অর্থাৎ টেকসই হয়েছে) হতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের মাসিক গড় আয় ন্যূনতম ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হতে হবে (প্রমাণক থাকতে হবে)।

ঙ. প্রকল্পে ন্যূনতম ২জন কর্মী নিয়োজিত (পরিবারের সদস্য বহির্ভূত) থাকবে (প্রমাণক থাকতে হবে)।

চ. কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি হবে না।

ছ. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৪০(চল্লিশ) বছর পর্যন্ত বিবেচ্য।

জ. ঋণের কিস্তি, সার্ভিসচার্জ ও সঞ্চয় প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোক্তার বাংলাদেশের যে কোন তফশিলি ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে এবং তাকে হিসাবের ৩৬-৪৮টি অগ্রিম চেক (তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) প্রদানে ইচ্ছুক থাকতে হবে।

২৪/১১/১৯

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫

৩.২ উদ্যোক্তার স্বীকৃতিঃ

উদ্যোক্তার একটি সার্বজনীনরূপ রয়েছে, তারই আলোকে অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে যে সকল আত্মকর্মী যুবক/যুবনারী নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবেঃ-

ক. অধিদপ্তরের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব যিনি প্রকল্প মেয়াদে পূর্বের আত্মকর্ম প্রকল্পটিকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপ দিতে পারবেন (স্থায়ী ঠিকানায় ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড স্থাপন, স্থায়ী জনবল নিয়োগ, একাউন্টস কিপিং ও ব্যালান্শসীট প্রস্তুত ইত্যাদি যথারীতি থাকবে)।

খ. প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে৪জন নিয়মিত কর্মী থাকবে।

গ. একাধিক মৌসুমি/খন্ডকালীন কর্মী থাকতে পারে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের গড় আয় মাসিক ন্যূনপক্ষে ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হবে।

৪.০ উদ্যোক্তা ঋণঃ

উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণের মধ্য হতে বাছাইকৃতদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে সীমিত আকারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ' হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

৪.১ ঋণের পরিমাণ:

ক. ঋণের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৩.৫০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ২টি সমান কিস্তিতে ১ম কিস্তি ঋণ প্রদানের ৬মাস পর ২য় কিস্তি প্রদেয়।

খ. গ্রেসপিরিয়ডঃ এ ঋণের জন্য কোন গ্রেসপিরিয়ড বিবেচিত হবে না।

গ. ঋণ পরিশোধের কিস্তির ধরণ– মাসিক কিস্তিতে গৃহীত ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ঘ. সার্ভিসচার্জঃ- এ ঋণের সার্ভিসচার্জ হবে, ঋণ গ্রহণকারী যুব পুরুষের ক্ষেত্রে ১০% ; যুবনারীর ক্ষেত্রে ৯%; অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের ক্ষেত্রে ৮% (ক্রমহ্রাসমান হারে)।

ঙ. ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ- ঋণের পরিমাণ ভেদে ৩৬-৪৮ মাস (২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩৬ মাস, ২.৫১-৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪২ মাস এবং ৩.০১-৩.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪৮ মাস) হবে। প্রতি মাসিক কিস্তির সাথে নির্ধারিত প্রাপ্য সার্ভিসচার্জ আদায়যোগ্য হবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪.২ **যুব উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলীঃ**

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব ও প্রতিষ্ঠিত আত্মকর্মী যার মাসিক গড় আয় ন্যূনপক্ষে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা।

খ. প্রাথমিকভাবে সম্প্রসারণযোগ্য প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে পাঁচ লক্ষ টাকা।

গ. বিনিয়োগের অনুপাত হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৭০% এবং উদ্যোক্তা ৩০% অর্থাৎ (৭:৩) অনুপাত। ইক্যুইটির ৩০% অর্থ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বেই বিনিয়োগ করার সামর্থ থাকতে হবে- উপকরণ, সরঞ্জাম ও কাঁচামাল বাবদ (জমি ও অবকাঠামো বাদে)।

ঘ. উদ্যোক্তার প্রকল্পের তদারকি ও ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে একজন নিশ্চয়তাকারী থাকতে হবে (সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী **অথবা স্থাবর সম্পত্তির মালিক**) যাকে ঋণ গ্রহীতার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত তদারকি নিশ্চিতকরণসহ কোন কারণে ঋণী সথাসময়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণীর পক্ষে যাবতীয় ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন মর্মে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত (বর্তমানে ৩০০/-) মূল্যমানের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করতে হবে। **দ্বিতীয় ধরণের নিশ্চয়তাকারীর ক্ষেত্রে ঋণের দ্বিগুণ মুল্যমান সম্পত্তির মুল কাগজপত্র (মর্টগেজ ব্যতিরেকে) অফিসে জমা রাখতে হবে।**

ঙ. ঋণের কিস্তি পরিশোধের লক্ষ্যে ৩৬-৪৮টি অগ্রিম স্বাক্ষরিত চেক (তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) প্রদানে সামর্থবান হতে হবে।

চ. ব্যক্তিগত সঞ্চয়/মার্জিন বাবদ ৫% অর্থ ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে নগদে জমা প্রদানে সামর্থবান (জেলার ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে) হতে হবে।

ছ. ঋণের কিস্তি ও সার্ভিসচার্জের সাথে মাসিক ৫০০/- সঞ্চয় জমা প্রদানে আগ্রহী।

৪.৩ **উদ্যোক্তা ঋণের প্রস্তাবকারী :**

পাইলটভূক্ত জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ প্রত্যাশী উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য-

ক. নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ. আবেদন অগ্রায়ণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে।

২৪/২/১৭

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ. নিশ্চয়তাকারীর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ধারিত ফরমে /সাদা কাগজে প্রাথমিক সম্মতি (যা পরবর্তীতে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর হবে) গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. নিশ্চয়তাকারী**কে** একজন সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী **অথবা সম্পত্তির মালিক হতে হবে।** যিনি ৩০০/- ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ গ্রহীতার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত তদারকি নিশ্চিতকরণসহ কোন কারণে ঋণী যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণীর পক্ষে ঋণের সকল অর্থ পরিশোধ করবেন মর্মে অংগীকারনামা প্রদান **এবং সম্পত্তির মালিকানায় নিশ্চয়তাকারী কর্তৃক ঋণের দ্বিগুণ মূল্যমানের সম্পত্তির মুল কাজগপত্র জমা প্রদানের পর ঋণের চেক বিতরণ করা হবে।**

ঙ. প্রশিক্ষণের মূল সনদ (দক্ষতা+উদ্যোক্তা) ও ঋণগ্রহণকারী হলে ঋণ পরিশোধের প্রমাণক হিসাবে মূল পাশবই (সংযুক্ত) দাখিল করতে হবে।

চ. আবেদনকারী ও নিশ্চয়তাকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি দাখিল করতে হবে।

ছ. বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব (সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত) সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৪ জেলা ঋণ মঞ্জুরি ও তদারকি কমিটি :

আত্মকর্ম ঋণ অনুমোদনের জন্য বিদ্যমান জেলা ঋণকমিটি এ ঋণ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি প্রতি চার মাসে ন্যূনপক্ষে ১টি সভা আয়োজন করবে -

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা ঋণ অনুমোদন ও পর্যালোচনা কমিটি ঋণ অনুমোদন ও সুপারিশ করে প্রস্তাবনা জেলা ঋণ কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

খ. ঋণ প্রস্তাবে বর্ণিত ইক্যুইটির ৩০% বিনিয়োগ পরিকল্পনার যথার্থতা পরিদর্শনকারী কর্তৃক যাচিত হতে হবে।

গ. ইক্যুইটির ৩০% যথাযথভাবে (অনুমোদনের সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে) বিনিয়োগ হওয়ার শর্তে জেলা ঋণ কমিটি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্ধেক পরিমাণ বিতরণ অনুমোদন করতে হবে। তবে প্রতিবার চেক বিতরণের পূর্বে বিতরণযোগ্য অর্থের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাবদ ৫% আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. প্রথম চেক বিতরণের ৬ মাসের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থ যথাযথ বিনিয়োগ ও উৎপাদন অব্যাহত এবং ৬ মাসের কিস্তি শতভাগ পরিশোধ সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ৪.৫ (গ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণ করতে হবে।

ঙ. ইক্যুইটির অর্থ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার হয়েছে মর্মে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট প্রাপ্তি এবং উপ-পরিচালক যাচাই এর পর তা সংশ্লিষ্ট নথিতে পেশপূর্বক মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্ধেক অর্থ ১ম কিস্তির চেক উদ্যোক্তার হিসাবে স্থানান্তর/ক্রসচেক প্রদান করা হবে (অনধিক দুই মাসের মধ্যে)।

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪.৫ **ঋণ বিতরণ:** কর্মসূচিভুক্ত জেলার উপপরিচালক বরাবরে প্রদত্ত তহবিল নিম্নপদ্ধতি অনুসরণে ব্যবহৃত হবে-

ক. ঋণ মঞ্জুরি কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন হলে তা ঋণীকে অবহিত করা হবে যেন তিনি পরবর্তী দুইমাসের মধ্যে পরিকল্পনা মাফিক ইক্যুইটির ৩০% অর্থ ব্যবহার করে প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যান। এশর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে তার নামে মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্ধেক পরিমাণ বিতরণ করা হবে।

খ. ঋণ মঞ্জুরি কমিটির অনুমোদন মোতাবেক উদ্যোক্তার নামে মঞ্জুরিকৃত ঋণ ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে অথবা ক্রস চেকের মাধ্যমে অথবা অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের মাধ্যমে সমান দুই কিস্তিতে বিতরণ করা হবে।

গ. প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত চেকের অর্থ যথাযথভাবে (প্রকল্প প্রস্তাব মাফিক বিনিয়োগ হয়েছে এবং উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে) ব্যবহার হয়েছে মর্মে ৬ষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে উপ-পরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন পাঠাবেন। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য উপপরিচালক সরেজমিনে যাচাই করে যথার্থতা নিরূপণ সাপেক্ষ ঋণের ২য় কিস্তির চেক প্রদান অথবা ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করবেন। বর্ণিত উপজেলা ও জেলার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৬ **ঋণ ও সঞ্চয় আদায়:**

ক. মঞ্জুরিকৃত ঋণের চেক বিতরণের পূর্বে ৩৬-৪৮টি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পোস্টপেইড (কিস্তি +সার্ভিস চার্জ + সঞ্চয়) চেক (উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত, তারিখ ও টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) জমা দিতে হবে,যা কিস্তি আদায় তারিখের পূর্বদিন জেলার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা করে কিস্তি ও সার্ভিসচার্জ আদায় করা হবে।

খ. মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫% পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদ জমা প্রদান করতে হবে (ফেরতযোগ্য)।

গ. ৫% জমাকৃত অর্থের জন্য সার্ভিসচার্জ আদায় করা হবে না এবং পরিশোধের সময়ও কোনো সুদ প্রদান করা হবেনা।

ঘ. ঋণের কিস্তি ও সার্ভিসচার্জের সাথে প্রতি মাসে ৫০০/- (মাসিক) সঞ্চয় জমা প্রদান করতে হবে (ফেরতযোগ্য)।

৪.৭ **খেলাপি ঋণ আদায়:**
খেলাপী ঋণ আদায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে বিদ্যমান সকল প্রক্রিয়া (পত্রালাপ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, নোটিশ প্রদান ইত্যাদি) একাধিকবার অনুসরণ করার পর প্রচলিত আইন মোতাবেক মামলা দায়ের করা যাবে। খেলাপির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আত্মকর্ম ঋণের বিদ্যমান যুবঋণ নির্দেশিকার আলোকে হবে।

৪.৮ **উদ্যোক্তা ঋণের উৎস:**

অধিদপ্তরের বিদ্যমান রাজস্ব কার্যক্রম হতে জেলায় উপ-পরিচালকের (প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় জেলায়) অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বরাদ্দকৃত তহবিল হতে জেলা ঋণ কমিটির অনুমোদন ও প্রাসংগিক কার্যাদি শেষে মঞ্জুরিকৃত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ হতে প্রথম পর্যায়ে অর্ধেক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকী অর্ধেক উদ্যোক্তার হিসাবে স্থানান্তর/ক্রসচেকে প্রদান করা হবে।

২৪/২/১৭
মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪.৯ **ঋণ তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ:**

ক. উপ-পরিচালক বরাবরে বরাদ্দকৃত তহবিল উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল' শিরোনামে এস.টি.ডি. হিসাবে জমা হবে।

খ. একই শিরোনামে ঋণ বিতরণ এবং আদায় তহবিল নামে আরও ২টি (চলতি ও সঞ্চয়ী) হিসাব পরিচালিত হবে। সঞ্চয়ী হিসাবে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ জমা হবে এবং চলতি হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হবে।

৪.১০ **হিসাব পরিচালনা:**

ক. সাধারণভাবে হিসাবগুলো উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। সহকারী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে উচ্চমান সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অফিস সহকারী যৌথ স্বাক্ষরকারী হবেন।

খ. মোট ৩টি হিসাবের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যেহেতু বিতরণের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর প্রয়োজন হবে সেহেতু দপ্তরের এসটিডি অথবা ঋণ আদায় তহবিল হতে বিতরণের জন্য স্থানান্তরযোগ্য অর্থের নির্দেশপত্রে ও (এ্যাডভাইসে) ক্রসচেকে উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক/উচ্চমান সহকারী অথবা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অফিস সহকারী যৌথ করবেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বরাবরে প্রধান কার্যালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৪.১১ **রেকর্ডকিপিং :**

সাবসিডিয়ারি লেজারের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত মোট অর্থের (৫% +আসল+১০% /৯% / ৮% এর ৬০% + অবশিষ্ট এর ৪০%) বিভাজন মাস, বছর ও ক্রমপুঞ্জিত আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। হিসাবের যৌথ স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে যিনি জুনিয়র/নিম্নপদধারী তিনি মাসভিত্তিতে এ তথ্য হালনাগাদ করবেন এবং উপ-পরিচালক যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন।

৫.০ প্রতি মাসে তিনটি হিসাবের ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করে হিসাবে স্থিতির সাথে সাবসিডয়ারি লেজারের হিসাবের স্থিতি মিলাতে হবে (সমন্বয়/Reconcile করতে হবে)। কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে ব্যাংকের সাথে যোগযোগ করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.১ **ঋণ ও প্রকল্প তদারকি:**

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সিএস প্রাথমিকভাবে ঋণ আদায় ও প্রকল্প তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। জেলার উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক দ্বিতীয় পর্যায়ের তদারকি কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্টগণের তদারকির মূল লক্ষ্য হবে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২.২ তে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষমতা লাভে উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান। প্রতি মাসে সিএস এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ন্যূনতম একবার সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন বাধ্যতামুলক। উপ-পরিচালক প্রতি ২ মাসে বাধ্যতামূলকভাবে একবার প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং নির্ধারিত ছকে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

২৪/২/১৭

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৬.০ **রিপোর্টিং:**

প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের আদলে নিশ্চিতভাবে মাসিক রিপোর্ট (জেলা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখায় পাঠাতে হবে। রিপোর্ট প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান আত্মকর্ম ঋণ কর্মসূচির রিপোর্ট ফরমে প্রদান করা যাবে।

৬.১ **ঋণ মওকুফঃ**

বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যনির্দেশিকার আত্মকর্ম অংশের অনুচ্ছেদ ১৭-তে বর্ণিত বিধান মাফিক।

৬.২ **সার্ভিস চার্জ মওকুফঃ**

বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যনির্দেশিকার আত্মকর্ম অংশের অনুচ্ছেদ ১৮-তে বর্ণিত বিধান মাফিক।

২৪/২/১৭

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার